R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
অকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ( দাদাঠাকুর )

সবার সেরা
কালি, গাম, প্যাড ইঙ্ক
প্যারাগন কালি
প্যারাফিক্স, প্যাড ইঙ্ক
শ্যামনগর
২৪-পরগণা

৭১শ বর্ষ
১২শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ১৬ই শ্রাবণ বুধবার, ১৩৯১ সাল
১লা আগষ্ট, ১৯৮৪ সাল।

নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, সডাক ১৪৲

## ভাঙ্গন এবং বন্যায় জর্জ্জরিত জঙ্গিপুর মহকুমা

বিশেষ প্রতিনিধি : জঙ্গিপুর মহকুমায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সুতী ১, ২ ও ফরাক্কা ব্লকের মোট ৭৩টি গ্রাম। ফসলের ক্ষতির পরিমাণ ৫৪ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা। ৪,১৭৩ একর এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ১৩টি গৃহ সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত গৃহের সংখ্যা ৪২০। সুতী-১ ব্লকের ২টি প্রাইমারী স্কুল জলের তলায়। বন্যাপ্লাবিত এলাকায় সরকার থেকে নৌকা করে এখন পর্যন্ত ১৩৮ কুইন্টাল গম ৩৪টি ত্রিপল ও ৬টি পলিথিন রোল দেওয়া হয়েছে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ; সরকারী সাহায্য ঠিকভাবে কোন এলাকায় বিলি করা হয়নি। এই সাহাযোর পরিমাণও কম। বন্যার ব্যাপারে মহকুমা শাসক জানান, গত বছরের তুলনায় এবার বন্যা কম। পাহাড়ী নদী থেকে যে উদ্বৃত্ত জল গঙ্গায় পড়ছে সেটা আহিরণের কাছে স্লুইজ গেটে বাধা প্রাপ্ত হয়ে গঙ্গায় না পড়তে পারার জন্য ঐ এলাকাগুলো প্লাবিত হচ্ছে বলে মনে হয়। এইসব ব্লকে ভাঙ্গনের কোন খবর আপাতত নাই। মহকুমা স্বাস্থ্য দপ্তরে খোঁজ নিয়ে জানা গেল বন্যাপ্লাবিত এলাকায় ওষুধ বিতরণের কোন নির্দ্দেশ তাঁরা পাননি।

রঘুনাথগঞ্জ-২ এবং সুতী-২ ব্লকের কিছু অঞ্চল গঙ্গার ভাঙ্গনের শিকার হয়েছে। রঘুনাথগঞ্জ-২ এর মিঠিপুর, রায়চক, কুতুবপুর, কাশিয়াডাঙ্গা, সেখালীপুর এবারের ভাঙ্গনে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বড়শিমূল, নবাব জায়গীর ও হবিপুর এই তিনটি গ্রাম পদ্মা ভাঙ্গনে নিশ্চিহ্ন হবার মুখে! বড়শিমুল হাইস্কুল এবং নবাব জায়গীর ও হবিপুরের দুটি বড় মসজিদ পদ্মাগর্ভে বিলীন হয়েছে। বড়শিমুল হাইস্কুলের কর্তৃপক্ষ মহকুমা শাসকের পরামর্শে (৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

## ওপারের দুধ, ওপারের মাছ

জঙ্গিপুর : এই শহরের সন্নিকটে বাঁধের ধার ও সাহাজাদপুর থেকে প্রতিদিন ট্রাক ট্রাক গুঁড়ো দুধ কলকাতা ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন শহরে পাচার হচ্ছে। এই দুধ বাংলাদেশ থেকে চোরা পথে এখানে আসছে বলে খবর। প্রায় তিন চার মাস ধরে এই কারবার চলছে। বর্ত্তমানে বেপরোয়াভাবে দিনের আলোতেই পাচার শুরু হয়েছে। স্থানীয় কিছু ব্যবসাদারও চোরাই দুধ কেনাবেচা করছে বলে আমাদের কাছে খবর আছে। আরও প্রকাশ, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সকে চাঁদির জুতো মেরে বাংলাদেশের হাজার হাজার মানুষ নিয়মিতভাবে জঙ্গিপুর মহকুমার বিভিন্নস্থানে প্রবেশ করে নানা ধরনের চোরাই কারবার চালাচ্ছে। এখান থেকে প্রত্যেক দিন গাঁট গাঁট কাপড় চোরা পথে বাংলাদেশে পাচার হচ্ছে এবং ওখান থেকে প্রচুর মাছ নিয়মিতভাবে এখানকার বাজার গরম করছে। এ খবর জঙ্গিপুরের সব শ্রেণীর মানুষ জানলেও প্রশাসন কেন চুপচাপ—প্রশ্ন সকলের মুখে। নবাগত এস, ডি, পি, ও এ ধরনের কারবার বন্ধে সক্রিয় হবেন কি?

## স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অশান্তি : প্রাণনাশের হুমকি

রঘুনাথগঞ্জ : কয়েকদিন আগে রাজনগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আউটডোরের একজন রোগীর সঙ্গে ওষুধ বন্টন নিয়ে ষ্টাফদের মধ্যে বচসা হয়। রাণীনগরের উত্তেজিত রোগীটি ডাক্তার ও ষ্টাফদের অশালীন ভাষায় গালিগালাজ করে ও প্রাণনাশের ভয় দেখায়। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বাইরে জটলাও শুরু হয়। বেগতিক দেখে ডাঃ সুভদ্রবিকাশ করণ রঘুনাথগঞ্জ থানায় ফোন করলে প্রায় পাঁচ ঘন্টা পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। পুলিশ দেখে হামলাকারীরা গা ঢাকা দেয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দু'জন ষ্টাফ বদলি নিয়ে অন্যত্র চলে গিয়েছেন। বাকী যাঁরা আছেন তাঁরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন। পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের কয়েকজন ষ্টাফ ছিনতাই-এর আশংকায় এ মাসের মাইনা রঘুনাথগঞ্জ থেকে সংগ্রহ করেছেন। রঘুনাথগঞ্জ থানা থেকে দিনের বেলায় একজন ও রাত্রে দু'জন হোমগার্ড মোতায়েন রাখা হয়েছে। জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিককে সব ঘটনা জানান হয়েছে।

## উলুখাগড়ার প্রাণ

সংবাদদাতা, বালিয়া ( সাগরদীঘি ) : বালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সম্প্রতি ১৩০০ টাকা খরচ করে পিলকি গ্রামে একটি স্কুলের জন্য মাটির দেওয়াল খাড়া করেন। লুথারান ওয়ারলড সারভিসও দরজা, জানলা ও ছাউনির জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু হঠাৎ একদিন দেখা যায়, দেওয়ালের কোন চিহ্ন নাই; পুকুর চুরির মত স্কুলটি নাকি 'লোপাট' হয়ে গেছে। গ্রামবাসীদের এক পক্ষের বক্তব্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

## দুর্বৃত্তের হাতে মৃত্যু তদন্তে পুলিশ কুকুর

সাগরদীঘি : গত ২৫ জুলাই রাত্রে মনিগ্রামের তৈয়ব সেখের কাপড়ের দোকানে সিঁধ কেটে চুরি করার চেষ্টা করলে সকলের ঘুম ভেঙে যায়। দুর্বৃত্তরা বেগতিক দেখে বোমা ফাটায়। বোমার আঘাতে দোকানের দরজি শাহজাহান সেখ ঘটনাস্থলেই মারা যান। তৈয়ব ও তাঁর পুত্র গুরুতর আহত হন। ২৬ জুলাই জেলা পুলিশ সুপার এবং ২৭ জুলাই পুলিশ কুকুর তদন্তে আসে। এখন পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। গ্রামবাসীরা প্রশাসনের কাছে নিরাপত্তা দাবী করেছেন।

## ভয়াবহ নৌকাডুবি মৃত ৫, নিখোঁজ ২৫

ফরাক্কা : আজ ১ আগষ্ট বেলা ৩টের সময় খাপরা দিয়াড় ঘাট থেকে আগত একটি যাত্রী বোঝাই নৌকা অর্জ্জুনপুর ঘাটে আসার সময় ঝড়ো আবহাওয়ার ফলে মাঝ নদীতে ডুবে যায়। নৌকাটিতে ছোট ছেলে-মেয়েসহ প্রায় ৬০ জন যাত্রী ছিল। প্রত্যক্ষদর্শী মহেশপুরের মতিউর রহমান জানান, সেখানে ২ জন যাত্রীকে মৃত অবস্থায় এবং ৪ জনকে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়া ধুলিয়ান ঘাটের অদূরে ৫জনকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়েছে। কাঁকুড়িয়া ও নিমতিতার অদূরেও (৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

## স্কুল নিয়ে অভিযোগ

ধুলিয়ান : সমসেরগঞ্জ ব্লকের তিনপাকুড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন তিনপাকুড়িয়া গ্রামে একটি সরকার পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। তাতে তিনজন শিক্ষকও আছেন। কিন্তু বিগত সাত বছরে স্কুলটির জায়গা, ঘর, বেঞ্চ, টেবিল চেয়ার কিছুই হবার অবকাশ হয়নি। অথচ শিক্ষকগণ মাসোহারা ঠিকই পাচ্ছেন। এই গ্রামটি ঘনবসতিপূর্ণ। খবরে প্রকাশ, প্রায় চারশোর অধিক ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া থেকে বঞ্চিত। এই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক ও স্থানীয় জনসাধারণ স্কুলের সমস্ত অব্যবস্থার তাড়াতাড়ি অবসান চান।

## পঞ্চায়েত অফিসে গণ্ডগোল

মিঞাপুর : গত ৩১ জুলাই জরুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দু'জন মহিলা সদস্যা মনোনয়নকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস ও বিরোধীপক্ষ আর, এস, পি,; সি, পি, এম সদস্যদের মধ্যে বাক্‌যুদ্ধ পরে হাতাহাতি শুরু হয়। অফিসের খাতাপত্র ছিনতাই ও আসবাবপত্র ভাঙচুর চলে। পরে পুলিশী হস্তক্ষেপে ঘটনা আয়ত্তে আসে। অঞ্চল প্রধান থানায় একটি অভিযোগ লিপিবদ্ধ করেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

# জঙ্গিপুর সংবাদ

১৬ই শ্রাবণ বুধবার, ১৩৯১ সাল।

## ‘স্বপ্নো নু মায়া নু’?

খাদ্যসুখে এক সময় জঙ্গিপুর-রঘুনাথগঞ্জ শহরের একটা খ্যাতি ছিল। বাহিরের অনেকে এখানে আসিয়া রসনা পরিতৃপ্ত করিয়া আত্মিক সুখ লাভ করিতেন। প্রাক্‌-স্বাধীনতা কালে এখানে খাইয়া এবং খাওয়াইয়া আনন্দ লাভের যথেষ্ট কারণ ছিল। তখন এমন বহুমুখী ব্যাধি ছিল না; অধিক ফলনের তাগিদে রাসায়নিক প্রয়োগে আনাজ-সবজি বিস্বাদ হয় নাই; ঢেঁকিছাঁটা চাল ও জাঁতাপেষা আটা স্বাদে ও খাদ্যমূল্যে পূর্ণ ছিল। পাকাফলের সুরস ও সুস্বাদই কি কম ছিল! গরীবের সংসারেও অন্ততঃ এক বেলা আমিষ অর্থাৎ মাছ দেখা যাইত।

জমানা বদলাইয়া গেল। লোক-সংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটিতে লাগিল। উৎপাদন বাড়াইবার নানা চিন্তা-ভাবনা শুরু হইয়া গেল। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়া লব্ধ নানা সঙ্কর জাতির ধান, গম জমিতে উৎপন্ন হইতে লাগিল। অধিক ফলনের জন্য বিবিধ সার প্রয়োগ চলিতে থাকিল। বসবাসের সমস্যা সমাধানে জমি কমিতে লাগিল। অভাব পূরণের জন্য বনসম্পদ বিনষ্ট করা চলিল, স্বাভাবিক কারণেই উৎপাদনের ব্যাপারে কৃত্রিম উপায় অবলম্বিত হইল। মৃত্তিকার স্বাভাবিক উর্বরতা চলিয়া গেল। তাই কী শস্য, কী বিবিধ সবজি- সর্বক্ষেত্রেই রাসায়নিক সারের মুখাপেক্ষী হইতে হইল। এতদঞ্চলেও নয়া জমানার প্রভাব পড়িল।

ফলতঃ উৎপাদন বাড়িল; স্বাদ চলিয়া গেল। তা যাক। আজ জঠর-পূর্ণতাই এক সমস্যার বিষয়। কেননা, সব কিছুই অগ্নিমূল্য। জোগান ও চাহিদার তারতম্যের জন্যই এমনটি হয়। প্রচুর ভোক্তা; উৎপাদন তদনুপাতিক নয়। এই বিষমতার মোকাবিলা করা হইতেছে প্রধানতঃ নানা ভেজালের সহায়তায়। সরিষার তেলে সরিষা এক চতুর্থাংশ, বাকিটা নানাবিধ তৈলিক ভেজাল। ঘৃতে—আসল কিছুই নাই, ঘৃতের সেন্টযুক্ত নানাবিধ চর্বি। তৈয়ারী খাদ্যই হোক, আর তাহার উপকরণাদিই হোক, শতকরা ৭৫ ভাগ ভেজালযুক্ত। দুধ; ঔষধপত্র কয়লা ঘুঁটে, কেরোসিন প্রভৃতি এমন জিনিষ নাই যাহা ভেজালশূন্য। কারবাইডপক্ক-ফল রংদার, কিন্তু স্বাদশূন্য। বরফের চাঁদেঢাকা মাছ বা হিমঘরের মাছ নামেই মৎস্য। রসনায় তাহার আভিজাত্যের পরিচয় মিলে না।

ইহার সহিত আরেক উপসর্গ। ব্যবসায়িক অসাধুতা। ফলঃ অস্বাভাবিক দর। অগ্নিস্পর্শী দরের মোকাবিলা করা সাধারণের সাধ্যাতীত। টাকার মূল্য নামিয়াছে, অর্থনীতির সূত্রানুযায়ী তাই দর বাড়িয়াছে। ইহার উপর বিষস্ফোটক—মজুতদারী ও চোরা-কারবার। মণিকাঞ্চনযোগ।

এই শহর অঞ্চলে উল্লেখিত আধুনিক প্রভাব পুরামাত্রায় পড়িয়াছে। খাদকদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া কুলীন-অকুলীন সর্বশ্রেণীর মৎস্য পাকা ফল নানা শিল্প-নগরীতে পাড়ি জমাইতেছে। জঙ্গিপুরের আম-লিচু, মাছ, মিষ্টান্ন প্রভৃতির খাদ্যসুখ আজ স্বপ্নের কথা।

## চিঠি-পত্র

( মতামত পত্র লেখকের নিজস্ব )

### ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধিতে ক্রেতারা অসহায়

বাঙালীর প্রধান খাদ্য "মাছভাত"। কিন্তু মাছ কিনতে এখন "মাথায় হাত"। শুধু মাছই নয়, ভোগ্যদ্রব্য সবই এখন তাই। কিন্তু কেন? আমরা সকাল সন্ধ্যা শুধু সরকারের দোষ দিয়ে গালাগালি করেই ক্ষান্ত। কারণ খুজে দেখি না। কারণ প্রধানতঃ তিনটি। ঐ তিনটি কারণেই আগেকার মত পকেটে পয়সা নিয়ে বাজারে গিয়ে ঝোলায় ভরে বাজার আনতে পারছি-না। এখন ঝোলায় করে পয়সা নিয়ে গিয়ে পকেটে করে বাজার আনছি। অবশ্য "পকেটে" কথাটি জামার পকেট নয় ঝোলার আকার এখন দর্জিরা বাজার বুঝ পকেটের মত করে ফেলেছেন। তিনটি কারণ কি কি? একনম্বর হ'ল আড়ৎদারি কারবার জোৎদার এবং তাদের মারফৎ চড়া মূল্যে বাইরে চালান। দুনম্বর হ'ল কিছু সহজপথে অধিক পয়সা রোজগার-কারী ক্রেতা ব্যক্তি আর তিনম্বর কারণ হ'ল ক্রেতাদের পণ্য কিনবার প্রবল প্রবণতা। একনম্বর কারণের ফল হ'ল, আড়ৎদারগণ দালাল মারফৎ উৎপাদনকারীদের বেশী পয়সার লোভ দেখিয়ে বাজারে স্বাধীন বিক্রি বন্ধ করে দিয়ে সব পণ্য আড়ৎ মজুত করে বাইরে ২ ৩ গুণ দামে চালান দিচ্ছে। ফলে বাজারে জিনিস চাহিদা অনুপাতে থাকছে না। যা থাকছে তা প্রয়োজনের তুলনায় কম। কাজেই দাম বেশী। রঘুনাথগঞ্জ বাজারে, বিশেষ করে মাছের বাজারে এই জিনিসটা খুব বেড়ে উঠেছে। এখন মাছের কিলো ২৫ ৩০ টাকা কমপক্ষে। দুনম্বর কারণের ফল হ'ল, যে সব লোক অতি সহজপথে অতিরিক্ত পয়সা উপায় করছেন। তাঁরা বাজারে দাম দর না করেই যা খুশী মূল্যে জিনিস কিনে নিচ্ছেন। এর ফলেও যা জিনিস আমদানী হয় তার দাম উর্দ্ধগতি। আর তিন নম্বর কারণের ফল হ'ল কিছু ক্রেতা আছেন যাঁরা ঐ বিশেষ জিনিসটা ছাড়া একদম চলতে পারেন না অতএব যাই দাম হোক কিনছেন। এর ফলে ঐ জিনিসের মূল্য ভীষণ উর্দ্ধগতি। এর কোন সমাধান নেই। কারণ আসল দোষী ক্রেতা সাধারণ। ছোট ছোট উৎপাদনকারী আড়ৎ এর আশ্রয় না নিলে, বাজারে যদি কোন দিন জিনিসটা অবিক্রিত থাকে তাহলে লোকসান হবে। অতএব তাদেরকে আড়ৎ এর আশ্রয় নিতেই হবে। কেননা ওটা একদিনের ব্যাপার নয়। যাঁরা বেশী পয়সা রোজগার করেন তাঁরা তো স্বাধীন কেনাকাটা করবে-নই। বলবার কিছু নেই। যাঁরা খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্য ঐ বিশেষ জিনিসটা যেমন করেই হোক কিনবেনই, তাদেরও কিছু বলার নেই। যদি "বয়কট" পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়, তাহলে হয়তঃ কিছু হবার আশা আছে। তা কি সম্ভব?

বিপ্লব শান্তি ভট্টাচার্য্য
রঘুনাথগঞ্জ

## ।। ভিন্ন চোখে ।।

অনেকে বলবেন এ ঘটনাটি একটি ‘হট্‌ নিউজ্‌’ হতে পারত। অথবা এটা নিয়ে একটা জোরালো সম্পাদকীয় লেখা যেত। কোনটাই অস্বীকার করছি না। তবে বর্ষার রাতে বৃষ্টির ঝালা শুনতে শুনতে আমার সামনে সাজাহানদার গোটা অবয়বটা ভেসে উঠল। বিশ্বাস্‌ করুন কাব্য করছি না। আমার চেতনায় একটা জলজ্যান্ত রক্তমাংসের মানুষ। কোন অশরীরী নয়। সাজাহান সমাজবিরোধী ছিল না। পঞ্চায়েতের কোন মাতব্বরও হতে পারেনি। নেহাৎ এক ছাপোষা মানুষ। গ্রামের কাপড়ের দোকানে দরজিগিরি করে একটা বড় সংসার টানছিল। বর্ষার রাতে চুরির কথা বললে মনে পড়ে যায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘প্রাগৈতিহাসিক’ গল্পগ্রন্থের ‘চোর’ গল্পের একটি অনুচ্ছেদ: ‘বর্ষার রাতে চুরি করিবার অনেক সুবিধা আছে। অমাবস্যার রাত্রির চেয়ে অন্ধকার গাঢ় হয়, ঠাণ্ডায় মানুষ গভীর ভাবে ঘুমোয়, শতপ্রয়োজনেও সহজে কেহ পথে বাহির হয়না। গ্রামের কুকুরগুলি আশ্রয় খুঁজিয়া লইয়া মাথা গুঁজিয়া থাকে, সামান্য পদশব্দেই খাঁ-খাঁ করিয়া ওঠেনা। গৃহস্থের ঘরের ভিটা বৃষ্টির জলে নরম হইয়া থাকে। সিঁধকাটা সহজ হইয়া পড়ে এবং শব্দ হয় কম’। শ্রাবণের বর্ষার রাতে কাপড়ের দোকানে সিঁধ দিতে এসে তার কলিজাতেই সিঁধ দেওয়া হল। তবে দুর্বৃত্তেরা নিঃশব্দে প্রস্থান করেনি। যাবার আগে পেটোর শব্দের জানান দিয়ে গেছে। ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল একটা সংসার।

প্রশাসনিক সূত্র ধরে স্থানীয় থানার বীরপুঙ্গবেরা বীরদর্পে এসেছিলেন। তদন্তের ব্যাপক আশ্বাস দিয়ে গেছেন। এরা অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন। গোয়েন্দাসম্রাট টেনিদার মত। তবে এখন সকলেই জানেন এদের সাথে আকাশের রামধনুর প্রচণ্ড সাদৃশ্য।

ঋতুচক্রের আবর্তনে বর্ষা বিদায় নেবে। প্রবেশ করবে শরৎ তার নয়নভোলানো রূপ নিয়ে। ‘আলোকে শিশিরে কুসুমে ধান্যে’ নিখিল জগৎ ভরে উঠবে হাসিতে। শিউলি গাছ ভরে উঠবে শিউলি ফুলে। টুপ্‌ টুপ্‌ করে ঝরবে শিউলি। পূজার গন্ধে চারিদিক মৌ মৌ করবে। সারারাত্রি ধরে কারিগরদের ব্যস্ততা। পূজায় নানান ধরনের ছাঁট-কাট। নানান ধরনের শাড়ি-কাপড়। গ্রামের বন্ধ কাপড়ের দোকান আবার সরব হবে। ফাঁকা থেকে যাবে সাজাহানের প্রিয় স্থানটি। মৃদুভাষী সাজাহানকে তখন মনে পড়ে যাবে তার প্রিয় লোকদের। তারা জামাকাপড় নিয়ে অলক্ষ্যে তাকাবে সাজাহানের কর্মস্থানটির দিকে। যথা-সময়ে পূজোর ঢাক বাজবে। বাজি পুড়বে। নবমীর রাত্রি পর্যন্ত সেলাই মেসিনের ঘর্‌ ঘর্‌ আওয়াজ শোনা যাবে। শুধু মানুষের মিছিলে একজনকে দেখা যাবে না।

মণি সেন

## ধানের নতুন সংগ্রহ মূল্য ঘোষিত হল

ভারত সরকার ১৯৮৪-৮৫ সালের বিপণন মরশুমের জন্য ধানের সংগ্রহ মূল্য ঘোষণা করেছেন। সাধারণ মানের ধানের বর্তমান সংগ্রহ মূল্য ১৩২ টাকা থেকে বাড়িয়ে প্রতি কুইন্টাল ১৩৭ টাকা করা হয়েছে। ভাল ধানের সংগ্রহ মূল্য ১৩৬ টাকার স্থলে ১৪২ টাকা ধার্য হয়েছে। আর সবচেয়ে ভাল ধানের সংগ্রহ মূল্য কুইন্টাল প্রতি ১৪০ টাকার পরিবর্তে ১৪৫ টাকা করা হয়েছে।

## ক্ষেতমজুর ধর্ম্মঘট

সাগরদীঘি, ২৯ জুলাই—মজুরী বৃদ্ধির দাবিতে এই থানার পাটোয়া গ্রামে ক্ষেতমজুর ধর্মঘট ব্লকের লেবার অফিসারের মধ্যস্থতায় গতকাল মিটে গেছে বলে জানা গেছে। সাতদিন ধরে এই ধর্মঘট চলে। আমন রোয়ার মরশুমে ক্ষেতমজুর ধর্মঘট মোকাবিলায় গৃহস্থরা নিজেরাই ধান পোঁতার কাজে নেমে পড়লেও আমন রোয়ার কাজ এই সাতদিনে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শেষ পর্যন্ত লেবার অফিসারের মধ্যস্থতায় সাড়ে আট টাকা মজুরীতে রফা হওয়ায় ক্ষেতমজুররা গতকাল তাঁদের ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেন।

### অতি বৃষ্টিতে ফসল নষ্ট

ফরাক্কা : বর্ত্তমান মাসের এক পক্ষকাল ধরে লাগাতার বৃষ্টির ফলে যদিও বন্যার অভিজ্ঞতা এ পর্যন্ত হয়নি, তবু এতদঞ্চলের বিস্তীর্ণ জমির ফসল বিশেষ করে পাট ও ভুট্টা একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বাকী জমির ফসল প্রত্যাশার অর্দ্ধেকেরও কম হবার আশঙ্কা।

### বিড়ি শ্রমিক আন্দোলন

ধুলিয়ান : গত ২০ জুলাই থেকে ধুলিয়ানে বিড়ি শ্রমিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তাপ তুঙ্গে উঠেছে। এলাকার কয়েকটি রাজনৈতিক দল যুক্ত সংগ্রাম কমিটি গঠন করে এই আন্দোলনে সামিল হয়েছে। অপর পক্ষে বামফ্রন্টের বৃহত্তম শরিক সি পি আই (এম) ও কংগ্রেস (ই) যুক্ত সংগ্রাম কমিটির বাইরে থেকে কলকাঠি নাড়ছেন বলে অভিযোগ। ধুলিয়ান বিড়ি মার্চেন্টস্ এ্যাসোশিয়েশনের সভাপতি শ্যামাচরণবাবুর ফ্যাক্টরীতে গত ২০ জুলাই থেকে ফরওয়ার্ড ব্লক, এস, ইউ, সি, মার্কসবাদী কর্মী সংস্থা ইত্যাদি দলের নেতৃত্বে জোর আন্দোলন চলছে। ইউনিয়ন গুলির দাবী—বর্ত্তমানে হাজার বিড়ি প্রতি ৬০০ গ্রামের পরিবর্ত্তে ৭৫০ গ্রাম তামাক দিতে হবে। বিড়ি মালিক ইউনিয়নগুলির দ্বারা নৈরাজ্যের অবস্থার কথা উল্লেখ করে পুলিশ ও প্রশাসনের সাহায্য প্রার্থী হয়েছেন বলেও নির্ভরযোগ্য খবরে জানা গেছে।

### রিক্সা ষ্ট্যাণ্ড দরকার

ধুলিয়ান ও ডাকবাংলো মোড়ে টাঙ্গা ও রিক্সা ষ্ট্যাণ্ডের প্রয়োজন জনগণ মর্মে মর্মে অনুভব করছেন। নির্দিষ্ট ও বৈধ কোন ষ্টাণ্ড না থাকার ফলে টাঙ্গা ও রিক্সাগুলো অবৈধভাবে যত্র-তত্র দাঁড়িয়ে থাকে। ফলে অসংখ্য লরী, বাস, টেম্পো, জীপ ও পথচারীদের বিপদ ও অসুবিধার সৃষ্টি করছে। তার উপর রাস্তার দু'ধারে—অবৈধভাবে দোকানপাট ও মোটর মেরামতি কারখানা গড়ে উঠার সংকট আরও জোরদার হয়ে উঠেছে।

জেলা ও মহকুমা প্রশাসন ধুলিয়ান ও ডাক বাংলো মোড়ে টাঙ্গা ও রিক্সা ষ্ট্যাণ্ডের প্রস্তাবটি বিবেচনা করে দেখলে এই সঙ্কট দূর হওয়া সম্ভব। রাস্তার পাশে লাইসেন্স না নিয়ে যে সব দোকান ঘর গড়ে উঠেছে, সরকার থেকে তাদের সম্পর্কে জরুরীকালীন অবস্থার মত কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া নিশ্চয়ই অভিপ্রেত নয়; এইসব দোকানগুলিকে বৈধ লাইসেন্স দিয়ে পরিকল্পিত ভাবে দোকান করার ব্যবস্থা করলে অন্ততঃ শহরের শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে বলে মনে হয়।

### সাঁতার প্রতিযোগিতা

সাগরদীঘি, ১ আগষ্ট—এবার স্বাধীনতা দিবসে পোপাড়া সবুজ সংঘের পরিচালনায় সাগরদীঘি গরুর হাট সংলগ্ন দু'পুকুরে ৪০০ মিটার, ২০০ মিটার এবং মহিলাদের জন্য ১০০ মিটার ফ্রিষ্টাইল সাঁতার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। ১২ আগষ্টের মধ্যে সম্পাদক পোপাড়া সবুজ সংঘ, পোঃ সাগরদীঘি (মুর্শিদাবাদ) ঠিকানায় ইচ্ছুক প্রতিযোগীদের নাম জমা দিবার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

### টিকিটের সঙ্গে চকলেট

জঙ্গিপুর গণেশ টকীজের মতো সাগরদীঘির জ্যোতি সিনেমায় নব্বই পয়সার টিকিটের সঙ্গে একটি করে দশ পয়সা দামের চকলেট দর্শকদের দেওয়া হচ্ছে। খুচরো পয়সার অভাব মোকাবিলায় সিনেমা হল কর্তৃপক্ষের এই ব্যবস্থা গ্রহণ প্রশংসার দাবি রাখে। শোনা যায় রাশিয়ায় একবার খুচরো পয়সার সংকট মোচনে ডাকটিকিটের সাহায্য নেওয়া হয়েছিল। তা আমাদের দেশ তো আর শিক্ষিত নয়, কাজেই ডাক কিটের পরিবর্ত্তে চকলেট এর সাহায্যে খুচরো পয়সার সংকট মোচনের প্রচেষ্টা অন্যদেরও উৎসাহিত করতে পারে। রেল কর্তৃপক্ষ না হয় এই সমস্যা সমাধানে টিকিটের দামরাউণ্ড ফিগারে নিয়ে গিয়েছেন, সাধারণ ব্যবসায়ীরা তো আর তা পারেন না, কাজেই তাঁদের চকলেট প্রথা প্রবর্তনের মত বিভিন্ন প্রথা প্রবর্তন করতে হতে পারে।

একশো টাকার জাল নোটের খবর প্রচারে হালে সাধারণের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিটি ব্যাঙ্কে একশো টাকার নোটের নাম্বার দিয়ে দেওয়া হয়েছে। যে কেউ যে কোন ব্যাঙ্ক থেকে নাম্বার টুকে নিয়ে কাছে রাখতে পারেন কর্ণের কবচ কুণ্ডলের মত এবং একশো টাকার নোট লেনদেনের সময় ওই নম্বরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নোটের নম্বর মিলিয়ে নিতে পারেন। তাহলেই আতঙ্ক কেটে যাবে।

### রেশন দোকানের দাবীতে সোচ্চার

ধুলিয়ান : কাঞ্চনতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব্ব রতনপুর ও পশ্চিম রতনপুর মিলিয়ে একটি মাত্র রেশনের দোকান। যার মোট পরিবার সংখ্যা প্রায় দেড় হাজার, লোক সংখ্যা প্রায় আট হাজার। এলাকার জনগণকে দীর্ঘ লাইন দিয়ে ও অশেষ কষ্ট সহ্য করে তাদের সাপ্তাহিক রেশন তুলতে হয়। ভিড় কমানো ও দুর্ভোগ নিরশনে এই রেশন দোকানটিকে ভাগ করার ব্যাপারে কাঞ্চনতলা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বারংবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেও কোন প্রতিকার পাওয়া যাচ্ছে না। জনগণ অনতি বিলম্বে রেশন দোকানটিকে পূর্ব্ব রতনপুর ও পশ্চিম রতনপুর এই দু'ভাগে ভাগ করার দাবীতে সোচ্চার। এ ব্যাপারে মহকুমা খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের কন্‌ট্রোলারের আশু প্রতিকারার্থে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

### ডাক-কর্ম্মী সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ প্রধান ডাকঘরের অধীনে মনিগ্রাম সাব পোষ্ট অফিসে সম্প্রতি সারাভারত ডাক কর্ম্মচারী সমিতির ই, ডি সহ ৩য় শ্রেণীর পোষ্টম্যান ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারীদের দাবী আদায়ের জন্য এক সভা হয়। পৌরোহিত্য করেন বালিয়ার পোষ্ট মাষ্টার অরুণকুমার সিংহ। এই সভায় স্থির হয়, আগামী ৯ ও ১০ আগষ্ট অনশন করা হবে। তাতেও যদি দাবী আদায় না হয় তবে ১৯ সেপ্টেম্বর ধর্ম্মঘট করা হবে। এই উপলক্ষে আগামী ২৬ আগষ্ট মনিগ্রাম জুনিয়র হাইস্কুলে কনভেনশনের দিন স্থির করা হয়েছে। এই সভায় কাশিমপুরের শাখা পোষ্ট মাষ্টার জানান, তাঁর ডাকঘরে ৩১ জন প্রাইমারী শিক্ষকের বেতন দিতে যে মাসে বেতন আসে তার পরের মাস লেগে যায়। সঞ্চয়কারীদের টাকা তুলতে চরম দুরবস্থা। অনুরূপ অভিযোগ কড়াইয়া শাখা পোষ্ট মাষ্টারের। তাঁর ডাকঘরে ১৪ জন প্রাইমারী শিক্ষককে বেতন দিতে গিয়ে ঝগড়া ঝামেলা বেধে যায়। খেরুর শাখা পোষ্টমাষ্টারের অভিযোগ, ১১জন শিক্ষককে বেতন দিতে তাঁকে চরম অপমানিত হতে হয়। ঠিকমত ডাক বিভাগ টাকা পাঠান না।


জীবনী শক্তির ক্ষীয়মাণতাই রোগের কারণ। রোগ দূরীকরণ করে "সুস্থতা" ফিরিয়ে আনতে জীবনী শক্তির সঞ্জীবতা আনা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। এ পদ্ধতি একমাত্র হোমিওপ্যাথির সমলক্ষণযুক্ত ভেষজের দ্বারাই সম্ভব। যে কোন রোগ যত প্রাচীন হোক আরোগ্য করা যায়। সুপরামর্শও হোমিওপ্যাথি বিজ্ঞানের যাদুকরী শক্তি। প্রত্যক্ষ করতে যোগাযোগ করুন :—
পরামর্শদাতা—
শ্রীসনৎকুমার ব্যানার্জ্জী
'সুস্থতা'
ফাঁসিতলা, রঘুনাথগঞ্জ

**মেসিন বিক্রয়**
একটি প্রথম শ্রেণীর (ইংলণ্ডে তৈরী) ১৫ ঘোড়া রাষ্টন্ ডিজেল ইঞ্জিন (চালু) বিক্রয় আছে। আশীষ আচার্য্য, কলঘর, মির্জাপুর. পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ)

**বাড়ি বিক্রয়**
রঘুনাথগঞ্জ বাগান বাড়ীতে ২ কাঠার কিছু বেশী পরিমাণ জমির উপর ১২´×১২´ একটি পাকা ঘর ও একটি অর্দ্ধসমাপ্ত বারান্দাসহ একটি ছোট বাড়ী বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ : ম্যানেজার, হাউসিং ফেডারেশন, ৬৬, পিলখানা রোড, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ
ফোন : বি এইচ বি ৫১২
(কুণ্ডু নার্সিং হোমের পাশে)

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেণ্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন: জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—৩২

দুর্গাপুর সিমেণ্ট ওয়ার্কস এর উন্নত মানের এবং নির্ভরযোগ্য ফ্রি সেল দুর্গাপুর সিমেণ্ট আপনার চাহিদা মতো এখন রঘুনাথগঞ্জেও পাবেন।
একমাত্র পরিবেশক :—
এম, এস, মুদ্রা
পাকুড়তলা, রঘুনাথগঞ্জ
(বন্ধু সমিতি ক্লাবের পার্শ্বে)
হেড অফিস : সাহেববাজার, জঙ্গিপুর

## বিদ্যুতের দাবীতে এ্যাসিঃ ইঞ্জিনীয়ার নাজেহাল

রঘুনাথগঞ্জ : গত শনিবার এখানে ও জঙ্গিপুর শহরের সর্বত্র বিদ্যুৎ থাকা সত্ত্বেও জঙ্গিপুর বাবুবাজার এলাকায় প্রায় ৪৮ ঘণ্টা বিদ্যুৎ বন্ধ থাকে। বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মীরা সারাদিন পরিশ্রম করেও বিদ্যুৎ চালু করতে না পারায় ঐ এলাকার কিছু বিক্ষুব্ধ মানুষ রাত্রি ১০টা নাগাদ রঘুনাথগঞ্জে ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের এ্যাসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার বি, ঘোষের অফিসে এসে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের ব্যাপারে কৈফিয়ৎ চান এবং তাঁকে জোর করে জঙ্গিপুর শহরে নিয়ে যান। খবর পেয়ে রঘুনাথগঞ্জ থানার ওসিও ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যুৎ কর্মীদের তৎপরতায় ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে বাবু বাজার এলাকা আলোকিত হয়।

## ভাঙ্গন এবং বন্যায়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নতুন স্কুলের জন্য লুথারেন ওয়ারলড সারভিসের সাহায্য প্রার্থনা করে স্কুলের ব্লু প্রিন্ট জমা দিয়েছেন। মহকুমা শাসকের অনুমোদিত উক্ত ব্লু প্রিন্ট লুথারেন ওয়ারলড সারভিসের স্থানীয় অফিস হেড অফিসে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এবং উক্ত সংস্থার ফিল্ড অফিসার স্কুলের জায়গাটি সরজমিনে তদন্তও করে এসেছেন। গত ২৫ জুলাই অতিরিক্ত জেলা শাসকের দপ্তরে মহকুমা শাসক পি, এস, ক্যাথিরেশনের এক আলোচনায় ভাঙন এলাকার মানুষদের বড়জুমলা কলোনীতে গৃহ নির্মাণ করে বসবাসের প্রস্তাব দেওয়া হয়। ভাগীরথীর ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে লক্ষ্মীজোলা ও কাশিয়াডাঙ্গা অঞ্চলের বেশ কিছু গ্রাম। এখনও ভাঙন অব্যাহত। ভাঙন প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থা সরকার থেকে এখন পর্যন্ত নেওয়া হয়নি। সরকার থেকে ঐ সমস্ত এলাকায় ২টি পলিথিন রোল ও ৩৮ কুইন্টাল গম ছাড় আর কিছু সাহায্য দেওয়া হয়নি। ক্ষতির পরিমাণ—৮১০ একর জমি, ৪৫ হাজার টাকার ফসল। ক্ষতিগ্রস্ত গৃহের সংখ্যা ৩৫০টি। গতবারও ৩৭২টি গৃহ ভাঙ্গনে চলে গিয়েছে। সুতী-২ ব্লকের সৈখপুর ও দাড়িয়াপুর গ্রামের বেশী ক্ষতি হয়েছে। ১৪টি ক্ষতগ্রস্ত পরিবার অসহায়ভাবে দিন কাটাচ্ছে। এখন পর্যন্ত সরকার থেকে কোন সাহায্য সেখানে দেওয়া হয়নি। সর্বশেষ সংবাদে জানা যায় ফরাক্কায় গঙ্গার জল বিপদ সীমার কয়েক ধাপ উপরে।

## ৪৪ মিনিটে ৪৪ জন

রঘুনাথগঞ্জ : গত রবিবার মহকুমা হাসপাতালে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত যন্ত্রপাতির সাহায্যে এক অভিনব 'ল্যাপ্রোস্কপি' ক্যাম্প বসে। এইদিন চুয়াল্লিশ মিনিটে চুয়াল্লিশ জন মহিলার অপারেশন কৃতকার্য্য হয়। এত উন্নত ধরনের ক্যাম্প এ মহকুমায় এই প্রথম।

## এক্সরে প্লেট নেই

রঘুনাথগঞ্জ : মহকুমা হাসপাতালে এক্সরে প্লেট না থাকার ফলে জরুরী এক্সরে হচ্ছে না। ফলে দুঃস্থ রোগীদের হয়রাণ হতে হচ্ছে। এ ব্যাপারে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে নীরব দেখে এই বিভাগের অনেক রোগী বিস্মিত।

## প্রতিষ্ঠা দিবস

সাগরদীঘি : গত ২৯ জুলাই বালিয়া নেতাজী সংঘ সব পেয়েছির আসরের সোনারকাঠি ভাই বোনদের উদ্যোগে সব পেয়েছির আসরের ৩৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়। ভাইবোনদের ড্রিল, কুচকাওয়াজ ও কর্মসঙ্গীত উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে।

## উলুখাগড়ার প্রাণ

(১ম পৃষ্ঠার পর) নাকি সব ভেসে গেছে, ১৫টি ত্রিপল নাকি ছিঁড়ে গেছে। আর এক পক্ষের বক্তব্য, প্রস্তাবিত স্কুলের সংগঠক শিক্ষকরা সুযোগ না পাওয়ার নাকি এমনটি ঘটেছে। বলা বাহুল্য দরজা, জানালা যথারীতি ফেরত গেছে; আর গেছে উলুখাগড়ার প্রাণ অর্থাৎ গ্রামের স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের পড়ার সুযোগ।

## ভয়াবহ নৌকাডুবি

(১ম পৃষ্ঠার পর) নাকি কয়েকজনের শবদেহ পাওয়া গিয়েছে বলে খবরে প্রকাশ। এমনিতেই গঙ্গানদী জলে ভরপুর, তার উপর বর্ত্তমানে দারুণভাবে ঝড়ে বাতাস বইছে। গঙ্গা পারের মানুষদের দাবী—ফরাক্কার মতো বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহরে সরকার থেকে লঞ্চের ব্যবস্থা করা হোক। যাতে নৌকাডুবিতে অসহায়ভাবে মানুষের প্রাণ না যায়।


# এ সি সি

আপনাদের পরিচিত ডিলারের নিকট হইতে আসল এ সি সি সিমেন্ট ক্রয় করুন। ক্যাশ মেমো ছাড়া সিমেন্ট ক্রয় করিবেন না। নকল সিমেন্ট হইতে সতর্ক থাকুন!

ষ্টকিষ্ট : দীপককুমার আরুকিয়া
রঘুনাথগঞ্জ
C/o পাতিয়া আগরওয়ালা
ফোন : রঘু ৩৩

জনপ্রিয় "রাকেশ" ব্রাণ্ডের ইট ব্যবহার করুন।

বিয়ের যৌতুকে, উপহারে ও নিত্য ব্যবহারের জন্য সৌখীন ষ্টীল ফার্ণিচার

এখানে বিশিষ্ট কোম্পানীর ষ্টীল আলমারী, সোফা কাম বেড, ষ্টীল চেয়ার, ফোল্ডিং খাট, ডাইনিং টেবল, পিউরো ওয়াটার ফিল্টার ইত্যাদি ন্যায্য দামে পাবেন। এছাড়া অফিসের জন্য গোদরেজ, রাজ এণ্ড রাজ, বোম্বে সেফের যাবতীয় আসবাবপত্র কোম্পানীর দামে সরবরাহ করা হয়।

সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস
রঘুনাথগঞ্জ ( সদরঘাট ) মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

ফোন : ১১৫
সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ ( পিন—৭৪২২২৫ ) পণ্ডিত প্রেস হইতে
কুতুম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।